সংবাদ

তারিখ 18 APR 2004
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

অর্থাভাবে মাদারীপুরের ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজ বন্ধ

মাদারীপুর থেকে সংবাদদাতা ঃ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাবে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন কাজ মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন কোনটির কাজের অগ্রগতি ৮০% দেখানো হলেও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাস্তব অগ্রগতি ৫০% এর নিচে রয়েছে। বরাদ্দ স্বল্পতার কারণে কাজগুলো সমাপ্ত না হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০০০-২০০১ ও ২০০১-২০০২ সালে ৭টি প্রকল্পের আওতায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করে। জাতীয়করণকৃত মহিলা কলেজের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মাদারীপুর সুফিয়া মহিলা কলেজের ত্রিতল ভবন নির্মাণের জন্য ৫৯.৬৬ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৬৭% কাজ করার পর অর্থ বরাদ্দের অভাবে কাজ বন্ধ রয়েছে। একই কলেজের সীমানা প্রাচীরের জন্য বরাদ্দকৃত ১.৬১ লাখ টাকায় কাজ সীমানা নির্ধারণ না হওয়ার কারণে এবং অর্থ বরাদ্দ না থাকায় শুরুই করা হয়নি।

নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। অবশিষ্ট ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজও অর্থ বরাদ্দের কারণে থমকে রয়েছে। শিবচর উপজেলার ভাণ্ডারিকান্দি এ. এন উচ্চ বিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণের ব্যয়বরাদ্দ ছিল ১৬.৬২ লাখ টাকা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির ৫১% ভাগ হয়েছে। একই উপজেলার চর কামারকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণের ব্যয়বরাদ্দ ছিল ১৭.৫০ লাখ টাকা, যার ৭৫% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। রাজৈর উপজেলার টেকেরহাট উ.বি'র নির্মাণকাজের ব্যয়বরাদ্দ ১৬.৬২ লাখ টাকা। প্রতিষ্ঠানটির ৫৩% ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। একই উপজেলার সাতপাড় বীরচাঁদ উ.বি'র নির্মাণকাজের ব্যয়বরাদ্দ ছিল ১৬.৬২ লাখ টাকা। কাজটি শেষ করার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৫৫% কাজ হওয়ার পর ব্যয়বরাদ্দের জন্য ঝুলে আছে।

কালকিনি উপজেলার রাজারচর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজের ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১৬.৬২ লাখ টাকা। কাজটি শেষ করার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৬০% কাজ শেষ হয়েছে।

অন্যদিকে একই উপজেলার দক্ষিণ রমজানপুর উ.বি'র নির্মাণকাজের ব্যয়বরাদ্দ ছিল ১৭.৫০ লাখ টাকা। কাজ শেষ করার সময়সীমার মধ্যে ৫০% কাজ শেষ হয়েছে। সদর উপজেলার ধুরাইল আদর্শ বিদ্যানিকেতন নির্মাণকাজের জন্য ব্যয়বরাদ্দ ১৬.৬২ লাখ টাকা। কাজ সমাপনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৩৫% কাজ শেষ হয়েছে। একই ইউনিয়নের শিরিন জাহান মেমোরিয়াল বালিকা উ.বি. নির্মাণকাজের জন্য ব্যয়বরাদ্দ ১৬.৬২ লাখ টাকা। কাজ সমাপনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৩২% কাজ শেষ হওয়ার পর পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। একই উপজেলার মধ্য হাউসদি উ.বি'র নির্মাণকাজ শেষ করার সময়সীমার মধ্যে ৪০% কাজ শেষ করার পর কাজটিও বন্ধ হয়ে যায়। নির্বাচিত মাদ্রাসাগুলোর উন্নয়ন প্রকল্পের সদর উপজেলার চরনাচনা ফাজিল মাদ্রাসা উন্নয়নের বরাদ্দকৃত ২১.১০ লাখ টাকা কাজের ৬১% কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শেষ হলেও ব্যয়বরাদ্দের অভাবে অসমাপ্ত রয়েছে।

একই উপজেলার ধজি হামিদিয়া মাদ্রাসা নির্মাণের ৭২% কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হলেও ব্যয়বরাদ্দের অভাবে অসমাপ্ত রয়ে গেছে। অন্যদিকে কালকিনি উপজেলার ডিগ্রিরচর ফাজিল মাদ্রাসা উন্নয়নের ব্যয়বরাদ্দ ১০.৫৫ লাখ টাকার ৫৬% কাজ শেষ হওয়ার পর বরাদ্দের অভাবে বন্ধ হয়ে রয়েছে।

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় কালকিনি উপজেলা সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজের ২৮.৫০ লাখ টাকার উন্নয়নমূলক কাজ ২০০০ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও কাজ হয়েছে এ পর্যন্ত ৬৬%।

একই উপজেলার ডি. কে আইডিয়াল সৈয়দ আতাহার আলী অ্যাকাডেমিক ভবনের ২টি নির্মাণকাজ ২০০০ সালে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও কাজ হয়েছে ৩৭%। এই ২টি কাজের ব্যয়বরাদ্দ ৪৬.০০ লাখ টাকা। একই প্রকল্পের আওতায় রাজৈর উপজেলার রাজৈর ডিগ্রি কলেজের ব্যয়বরাদ্দের ২৮.৫০ লাখ টাকার মধ্যে ১৫% কাজ হওয়ার পর কাজটি বন্ধ রয়েছে। একই উপজেলার শহীদ সরদার শাজাহান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের একই অবস্থা।

৪০ বছরের উর্ধ্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুনর্নির্মাণ কাজ প্রকল্পের আওতায় সদর উপজেলার চরমুগরিয়া মার্চেন্ট উচ্চ বিদ্যালয় ও শিবচর উপজেলার প্রশাসন ডিসি একাডেমির নির্মাণকাজ ২০০১ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ হয়েছে যথাক্রমে ৮৬% ও ৪৫%। নির্বাচিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বাহেরচর কাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও চরপথিরা সরকারি প্রা. বি. দু'টির নির্মাণকাজ ৬৫% শেষ হওয়ার পর বন্ধ রয়েছে।

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের পদক্ষেপ নিতে এলাকাবাসী ও অভিভাবকরা আবেদন জানিয়েছেন।